লেভ্ তল্‌স্তোয়
তিনটি ভাল্লুক

ল. তল্‌স্তোয়

ছবি এঁকেছেন
ইউ. ভাস্‌নিৎসোভ্‌

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো
১৯৭৯

একটি খুকুমণি বাড়ি থেকে বের হয়ে বেড়াতে গেল বনে। বনের মধ্যে সে তার পথ হারিয়ে ফেলল, খুঁজতে লাগল ফেরার পথ, কিন্তু পেল না, এসে পড়ল বনের মধ্যে ছোট্ট একটা কুটিরে।

দরজা ছিল খোলা : সে ভিতরে উঁকি দিল, দেখল — কুটিরে কেউ নেই, ঢুকে পড়ল। এই কুটিরে বাস করত তিনটি ভাল্লুক। একটি ভাল্লুক ছিল বাবা, নাম তার মিখাইল ইভানিচ্। মস্ত তার চেহারা, আর গায়ে ঘন লোম। আর একটি ছিল ভাল্লুকী। সে দেখতে একটু ছোট, তার নাম নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না। তৃতীয়টি ছিল একটা ছোট্ট ভাল্লুকছানা, আর তার নাম মিশুৎকা। ভাল্লুকেরা কেউ বাড়ি ছিল না, তারা বনে বেড়াতে বেরিয়েছিল।

কুটিরটায় কামরা ছিল দুটো: একটা খাবার ঘর, অন্যটা শোবার। খুকুমণি প্রথমে ঢুকল খাবার ঘরে, দেখল যে, টেবিলের ওপর আছে তিনটি বাটি, তাতে খিচুড়ি। প্রথম বাটিটা বেশ বড়সড়, মিখাইল ইভানিচের। দ্বিতীয় বাটিটা, একটু ছোটখাট, সেটা নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌নার; তৃতীয়টি, নীল রঙের ছোট্ট একটা বাটি, সেটা মিশুৎকার। প্রত্যেক বাটির পাশে একটা করে চামচ: বড়, মাঝারি আর ছোট।

খুকুমণি সবচেয়ে যেটা বড় চামচ সেটা নিল, তারপর সবচেয়ে বড় বাটিটা থেকে এক চুমুক খেয়ে দেখল; এরপর সে মাঝারি চামচটা নিল, মাঝারি বাটিটা থেকে এক চুমুক খেয়ে দেখল; তারপর ছোট যে চামচটা সেটা নিল, নীল রঙের বাটিটা থেকে এক চুমুক খেয়ে দেখল; মিশুৎকার খিচুড়িটাই তার পছন্দ হল সবচেয়ে বেশি।

খুকুমণির ইচ্ছে হল একটু বসে, দেখল টেবিলের ধারে তিনটি চেয়ার: একটি বেশ বড়সড় — মিখাইল ইভানিচের; অন্যটি একটু ছোটখাট — নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌নার; আর তৃতীয়টি — ছোট্ট, নীল রঙের গদিমোড়া, সেটা মিশুৎকার। বড় চেয়ারটায় উঠতে গিয়ে সে পড়ে গেল; তারপর বসল মাঝারিটায়, তেমন আরাম পেল না; তারপর বসল ছোট্ট চেয়ারটায় — হেসে উঠল — এটা চমৎকার। নীল রঙের ছোট্ট বাটিটা হাঁটুর ওপর রেখে সে খেতে শুরু করল। সবটা খিচুড়ি সে শেষ করে ফেলল, তারপর চেয়ারে বসে দুলতে লাগল।

ছোট্ট চেয়ারটা গেল ভেঙে আর খুকুমণি পড়ে গেল মেঝের ওপর। সে উঠে দাঁড়াল, টেনে তুলল ছোট্ট চেয়ারটাকে, ঢুকল গিয়ে অন্য কামরাটায়। সেখানে ছিল তিনটে বিছানা: একটি বড়সড় —
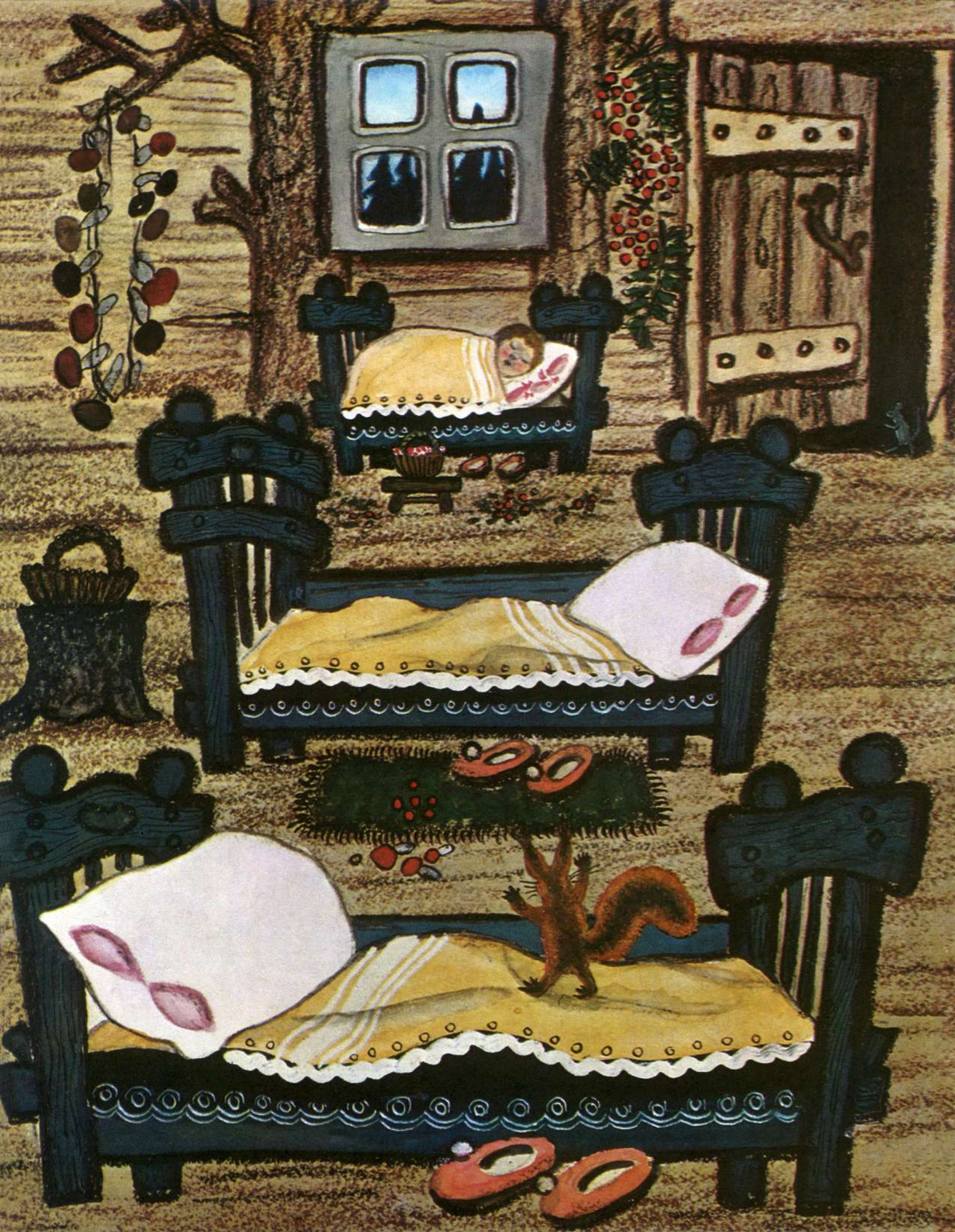
মিখাইল ইভানিচের, অন্যটা মাঝারি — নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌নার, তৃতীয়টি ছোট্ট — সেটা মিশুৎকার। খুকুমণি বড়টায় শুল — বড্ড বড়; শুল মাঝারিটায় — বড্ড উঁচু; তারপর ছোট্টটায় গিয়ে শুল — বিছানাটা মনে হল ঠিক যেন তারই মাপের, সে তাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে ভালুকেরা বাড়ি ফিরল খুব ক্ষিধে নিয়ে, তারা তখনই খেতে চায়। বড় ভালুক তার বাটিটা নিলে, তাকিয়ে দেখেই গর্জন করে উঠল ভীষণ গলায়:

— কে চেখেছে আমার বাটি?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না তার নিজের বাটি দেখে চেঁচিয়ে উঠল, তত জোরে নয়:

— কে চেখেছে আমার বাটি?

আর মিশুৎকা তার নিজের খালি বাটি দেখে কোঁকিয়ে উঠল মিহি গলায়:

— কে চেখেছে আমার বাটি, একেবারে শেষ করেছে?

মিখাইল ইভানিচ্ তার চেয়ারের দিকে তাকিয়ে ভীষণ গলায় গর্জন করে উঠল:

— কে বসেছে আমার চেয়ারে, তাকে নড়িয়েছে জায়গা থেকে?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না তার নিজের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তত জোরে নয়:

— কে বসেছে আমার চেয়ারে, তাকে নড়িয়েছে জায়গা থেকে?

মিশুৎকা তার নিজের ভাঙা চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে কোঁকিয়ে উঠল:

— কে বসেছে আমার চেয়ারে, ভেঙে রেখেছে?
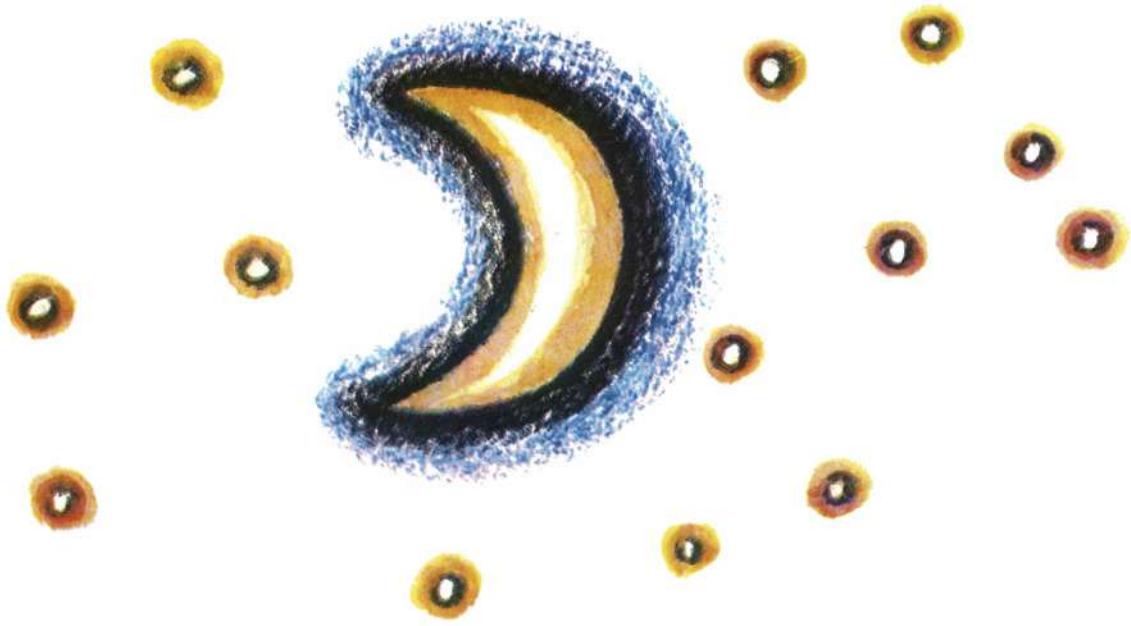
ভালুক তিনটি ঢুকল গিয়ে অন্য কামরায়।

— কে শুয়েছে আমার বিছানায়, তাকে এলোমেলো করেছে? — গর্জন করে উঠল মিখাইল ইভানিচ্ তার ভীষণ গলায়।

— কে শুয়েছে আমার বিছানায়, তাকে এলোমেলো করেছে? — চেঁচিয়ে উঠল নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না, তত জোরে নয়।

আর মিশুৎকা ছোট টুল লাগিয়ে নিজের বিছানায় উঠেই কোঁকিয়ে উঠল মিহি গলায়:

— কে শুয়েছে আমার বিছানায়?..

হঠাৎ সে দেখতে পেল খুকুমণিকে, চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে উঠল এমনভাবে যেন কেউ তাকে চিরে ফেলছে:

— ঐ যে মেয়েটা! ধরো, ধরো! ঐ যে মেয়েটা, ঐ যে মেয়েটা! আই-ইয়া-ইয়া-ই! ধরো! ধরো!

সে চেয়েছিল মেয়েটাকে কামড়ে দিতে। খুকুমণি চোখ মেলল, দেখতে পেল ভালুকদের, অমনি লাফিয়ে পড়ল জানালা দিয়ে। খোলা ছিল জানালাটা, সে লাফ দিয়ে পড়েই দৌড়। ভালুকেরা তাকে আর ধরতে পারল না।

Л. ТОЛСТОЙ

ТРИ МЕДВЕДЯ

На языке бенгали

অনুবাদ: নীরেন্দ্রনাথ রায়
সম্পাদনা: হায়াৎ মামুদ

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

T $\frac{70802-254}{014(01)-79}$ 762-79

4803010101